উপাদান/উপকরণ	পরিমাণ (শতাংশ)
ভুট্টা ভাঙা	৩০
গম/জোয়ার/বার্লি ভাঙা	১৫
গমভূষি/চালের কুঁড়ো	২০
সরিষা/বাদাম/তিসি খোল	২০
মুগ/মটর চূণী	১২
ভিটামিন ও খনিজ লবণের মিশ্রণ	২
খাদ্য লবণ	১
মোট	১০০

ছাগলকে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিচ্ছন্ন খাওয়ার জল দিতে হবে।

ছাগলের রোগ ও তার প্রতিকার :

ছাগল খুব কষ্ট সহিষ্ণু এবং তুলনামূলকভাবে এদের রোগব্যাধি কম হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও অবৈজ্ঞানিক প্রথায় পালন করলে ছাগলের কিছু কিছু রোগজ্বালা হতে পারে। কৃমিজনিত রোগ ছাগল পালনের প্রধান সমস্যা। এই রোগ প্রতিকারের জন্য নিয়মিতভাবে প্রতি ২-৩ মাস অন্তর বিশেষ করে বর্ষার পূর্বে ও পরে স্থানীয় প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ মত কৃমিনাশক ঔষধ অবশ্যই খাওয়াতে হবে।

এছাড়াও বিভিন্ন সংক্রামক রোগে ছাগল মারা যায়। এর মধ্যে পি. পি. আর., ছাগ বসন্ত, এঁষো বা খুরাই, নিউমোনিয়া, বজবজে, গলা ফোলা, ঠুনকো, তড়কা, এন্টারোটক্সিমিয়া, কক্সিডিওসিস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ছাগলের এইসব রোগ প্রতিরোধ করতে নিয়মিত প্রতিষেধক টীকা দিতে হবে। পি. পি. আর., ছাগ বসন্ত, এঁষো বা খুরাই এবং এন্টারোটক্সিমিয়া টীকা অবশ্যই করণীয়। উপরোক্ত সমস্ত টীকাই সরকারী পশু হাসপাতাল থেকে পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিৎ।

ছাগল খাসীকরণ :

পুরুষ ছাগল ছানাকে ১ থেকে ২ মাস বয়সের মধ্যে 'বার্ডিজো' যন্ত্রের সাহায্যে খাসীকরণ করা উচিৎ। খাসী করা ছাগলের বৃদ্ধি বেশী হয় এবং মাংসের স্বাদ ভালো হয়। খাসী করলে ছাগলের মাংসে পাঁঠা-পাঁঠা গন্ধ থাকে না।

লেখক

ডঃ কৌশিক পাল, বিষয় বস্তু বিশেষজ্ঞ (প্রাণী বিজ্ঞান), ডঃ চিন্ময় মাজি, বিষয় বস্তু বিশেষজ্ঞ (প্রাণী স্বাস্থ্য),
ডঃ সোমা ব্যানার্জী, বিষয় বস্তু বিশেষজ্ঞ (সম্প্রসারণ)

সম্পাদনায়— ডঃ বাবুলাল টুডু, পরিযোজনা সমন্বয়ক

উত্তর ২৪ পরগণা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার অধিকরণ

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

পোঃ হরিপুর, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা-৭৪৩ ২২৩

দূরভাষ ঃ ০৩২১৬ ২২১৮০৮

পশ্চিমবাংলায় ছাগল পালন

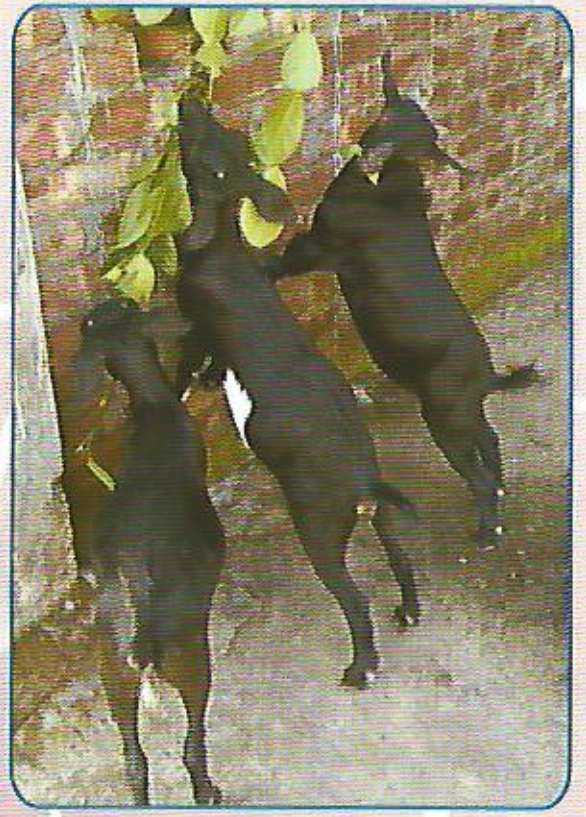

গ্রামের মানুষের কাছে গৃহপালিত প্রাণী হিসাবে ছাগল পালন অত্যন্ত জনপ্রিয়। গ্রামীণ অর্থনীতিতে ছাগল পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ছাগল পালন করে গ্রামের গরীব মানুষের আর্থিক উন্নতি সাধন সম্ভব। ছাগলকে অনেক সময় 'গরীবের ব্যাংক' বলা হয় কারণ ঘরোয়া পদ্ধতিতে ছাগল পালন করে সময়ে-অসময়ে তা বিক্রি করে গ্রামের মানুষ বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলারা কিছুটা অর্থ উপার্জন করতে পারেন। আবার যেহেতু যেকোন ধরণের পশুখাদ্য খাইয়ে, খুব সহজে অল্প পুঁজি আর ঝুঁকি নিয়ে কম সময়ে হত-দরিদ্রের উঠোনেই লাভজনকভাবে ছাগল পালন করা যায় তাই ছাগলকে 'গরীব লোকের গরু' বা 'গরীবের গাই' ও বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতঃ মাংস উৎপাদনের জন্যই ছাগল পালন করা হয়, তবে এই রাজ্যের বাইরের কিছু কিছু জাতের ছাগল ভালো পরিমাণ দুধও দেয়। মাংস বা দুধ ছাড়াও ছাগলের চামড়া, লোম ও মল-সার বিক্রি করে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করা সম্ভব।

ছাগল পালনের সুবিধা :

১। কম পুঁজি লাগে, জায়গা কম লাগে, খাবার খরচ কম, বিক্রির বাজার ভালো।
২। সহজ প্রযুক্তিতে পোষা যায়, রোগ কম হয়।
৩। ছাগলের মাংসের চাহিদা এবং দাম খুবই বেশী। সব ধর্মের ও বর্ণের মানুষ ছাগলের মাংস পছন্দ করে।
৪। পালনের জন্য বাড়ির মেয়েরা, বয়স্করা বা বাচ্চারাই যথেষ্ট।
৫। ছাগলের দুধ সহজপাচ্য, তাই শিশু, বয়স্ক এবং রোগীদের পক্ষে গরুর দুধের তুলনায় অধিকতর উপযোগী।
৬। ছাগলের চামড়া থেকে জুতো, ব্যাগ তৈরি হয়। লোম থেকে পশমিনা জাতীয় উল তৈরি হয়।
৭। ছাগলের মল-মূত্র উৎকৃষ্ট জৈব-সার হিসাবে জমিতে ব্যবহৃত হয়।

ছাগলের জাত নির্বাচন :

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মাংসের জন্য ছাগল পালন করতে হলে 'বাংলার কালো ছাগল' বা 'ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট' বেশ ভালো। বাজারে এই মাংসের চাহিদা, দাম ও কদর অন্যান্য জাতের ছাগলের থেকে সবচেয়ে বেশী। সারা বিশ্বে এই জাতের ছাগলের যথেষ্ট সুনাম আছে। তবে এরা দুধ কম দেয়। দুধ ও মাংসের জন্য ছাগল পালন করতে হলে 'যমুনাপুরী' জাতটি ভালো, তবে এদের মাংসের স্বাদ বাংলার কালো ছাগলের মতো ভালো নয়। তাছাড়া চামড়ার মানও তেমন ভালো নয়।

বর্তমানে অনেকে ঐ দুটি জাতের মিলনে সংকর ছাগলও পালন করছেন। তাতে দুধ ও মাংসের পরিমাণ বাড়ে কিন্তু ফল আশানুরূপ হয় না। কারণ প্রতি বিয়ানে বাচ্চার সংখ্যা হ্রাস পায়। মাংস ও চামড়ার গুণগত মান অনেক কমে যায়। ফলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হয়। এক্ষেত্রে বাংলার ছাগলের বিশেষ গুণাবলী কমে যেতে পারে। তাই বিজ্ঞানসম্মতভাবে উন্নত মানের বাংলার কালো জাতের ছাগল চয়ন ও প্রতিপালন করতে পারলে বাংলার মাটিতে এই ছাগল পালন অধিক লাভজনক হবে।

বাংলার কালো ছাগল বা ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট :

পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব জাতের ছাগল। মাংস ও চামড়ার জন্য বাংলার কালো ছাগল সর্বত্রই পৃথিবী বিখ্যাত। এদের মাংস সুস্বাদু, যা অন্য কোন ছাগলে পাওয়া যায় না। আবার পৃথিবী বিখ্যাত 'মরোক্কো' চামড়া এই জাতের ছাগল থেকেই পাওয়া যায়। এরা ২ বছরে সাধারণতঃ ৩ বার (কখনও কখনও ১ বছরে ২ বার) বাচ্চা দেয় এবং প্রতি বিয়ানে ২-৩ টি করে বাচ্চা প্রসব করে। খুব কম বয়সে (৭-৯ মাস) গর্ভধারণ করতে পারে। সারাদিন চড়েই এরা এদের প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করতে পারে। এই ছাগল খুব কষ্টসহিষ্ণু এবং এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশী। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা এমনকি বাংলাদেশেও এই ছাগল পাওয়া যায়। এদের গায়ের রঙ সাধারণতঃ কালো, বাদামী বা সাদা অথবা এইসব বর্ণের মিশ্রণ হতে পারে, তবে কালো রঙের ছাগলই বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

ছাগলের বাসস্থান :

গ্রামীণ পরিবেশে গৃহপালিত ছাগলের জন্য সাধারণতঃ আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয় না বললেই চলে, তবে ব্যবসায়িকভাবে পালন করতে হলে অল্প খরচে আবাস-স্থল বানিয়ে দেওয়া উচিৎ। ছাগলের ঘর দুভাবে করা যায়—

১। মাটি থেকে ২-৩ ফুট উঁচু কাঠের পাটাতনের মেঝের উপর।
২। উঁচু জায়গায় মাটি বা সিমেন্টের মেঝের উপর।

কাঠের পাটাতনের মেঝে করলে দুটি পাটাতনের মাঝে দেড় ($১\frac{১}{২}$) ইঞ্চি ফাঁক রাখতে হবে যাতে ছাগলের লাদি ও মূত্র নীচে পড়ে যায়। সিমেন্টের মেঝে করলে মেঝের একদিক ঢালু রাখতে হবে যাতে প্রতিদিন ধুয়ে পরিস্কার করে দেওয়া যায়। মেঝের উপর কিছু উঁচু তক্তার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়, কারণ ছাগল একটু উঁচু জায়গায় থাকতে পছন্দ করে। ঘরের উচ্চতা ৫-৬ ফুট রাখলেই চলবে। মাথাপিছু প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের জন্য ১০ বর্গফুট, পাঁঠার জন্য ২০ বর্গফুট এবং বাচ্চার জন্য ৪ বর্গফুট মেঝের জায়গা দরকার। ঘরের দেওয়াল দরমা, কঞ্চি বা মাটি দিয়ে করা যেতে পারে। পাঁঠাকে ৪ মাস বয়সের পরে আলাদা ঘরে রাখতে হবে। বয়স অনুযায়ী স্ত্রী ছাগল, গর্ভবতী ছাগল, মা ছাগলের প্রসব করা বা অসুস্থ ছাগলের জন্য আলাদা করে ঘর বা খোপ বানিয়ে দিতে হবে। ঘরের মধ্যে বায়ু চলাচলের জন্য জানালা রাখতে হবে। ছাগলের ঘরে জল এবং খাবার দেবার পাত্র রাখতে হবে এবং সেগুলো নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে।

ছাগলের খাবার ও জল :

ছাগল তৃণভোজী তাই এরা ঘাস, লতা-পাতা, গুল্ম জাতীয় গাছ, গাছের পাতা, সবজির খোসা, দানা শস্যের ভুষি ইত্যাদি খেয়ে বেড়ে উঠতে পারে। মাঠে ছেড়ে ছাগল পালন করলে প্রয়োজনীয় খাদ্যের ৭০-৮০ শতাংশ ছাগল নিজেই জোগাড় করে নেয়, কেবল প্রজননের সময়ের আগে ও পরে অল্প পরিমাণ দানা খাদ্য দিলেই চলে। যে সব ঘাস অন্য গবাদি প্রাণী খায় না, ছাগল তা বেশ ভালোই খায় এবং হজম করে শরীর গঠনের দরকারী প্রোটিনে রূপান্তরিত করে। বাইরে থেকে কেটে আনা ঘাস বা গাছের পাতা ছাগলের ঘরে ২-৩ ফুট উঁচু থেকে ঝুলিয়ে খেতে দিতে হবে।

ছাগলকে কি পরিমাণ দানা খাদ্য দিতে হবে তা নির্ভর করে ১) তার দৈহিক ওজন, ২) গর্ভাবস্থার সময় ও ৩) দুধ উৎপাদনের উপর। কেবলমাত্র শরীর রক্ষার জন্য প্রতিদিন ১৫০ গ্রাম, ৩ মাসের ওপর গর্ভাবস্থার সময় থেকে বাচ্চা দেওয়ার পর ১ মাস পর্যন্ত এবং প্রজননক্ষম পাঁঠাকে প্রজননের সময় ১ মাস ধরে রোজ ১০০-১৫০ গ্রাম আর প্রতি কেজি দুধ উৎপাদনের জন্য প্রতিদিন ৪০০ গ্রাম সুষম দানা খাদ্য দিতে হবে। ছাগলের জন্য সুষম দানা খাদ্য বানানোর উপায় নীচে দেওয়া হল।